জুড়ী উপজেলার ইতিহাস

দু'টি পাতা একটি কুঁুড়ির দেশ এবং ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ নিমাত্রা (রহঃ),হযরত শাহ খাকী (রহঃ),হযরত শাহ্ কোয়াছিম উদ্দীন জীবনজ্যোতি(রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি জুড়ী এলাকা। বিগত ২৬ আগষ্ট ২০০৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি(নিকা)র ৯০ তম বৈঠকে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেরার ০৪ টি (জায়ফরনগর,গোয়ালবাড়ী,সাগরনাল,ফুলতলা) এবং বড়লেখা উপজেলার ০৪ টি (পূর্বজুড়ী,পশ্চিমজুড়ী,দক্ষিণভাগ,সুজানগর) এই ০৮ টি ইউনিয়ন নিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘোষনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৪৭১ তম প্রশাসনিক উপজেলা হিসেবে জুড়ীর আত্মপ্রকাশ।

এছাড়া ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে জুড়ীর রয়েছে গৌরবজ্জ্বল অতীত ইতিহাস। জুড়ী কামিনীগঞ্জ বাজার.ভবানীগঞ্জ বাজার,ফুলতলা বাজার সহ আরও অনেক হাট বাজার এ জেলার রাজস্ব খাতকে করেছে সমৃদ্ধ। জুড়ীর নামকরণ নিয়ে অতীত ইতিহাস খুঁজলে সঠিক কোন তথ্য না পওয়া গেলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্যটি হলো,ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে আসা ছোট একটি স্রোতধারা বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিকে চলে এসেছে। এ স্রোতধারাটির যাত্রা পথ ফুলতলা,সাগরনাল,গোয়ালবাড়ী,পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়নের বক্ষ বেয়ে জায়ফরনগর ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে হাকালুকি হাওর দিয়ে কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ স্রোতধারাটি সুচনার দিকে জুড়ী নদী নামে পরিচিত ছিল যা বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং একই নামে প্রবাহিত হয়েছে। এই জলধারা বা জুড়ী নদীর কোল ঘেষে অজানা অতীত থেকে মানুষ বসবাস করতে শুরু করে,গড়ে উঠে লোকালয়,জনপথ। আর ঐ জুড়ী নদীর কিনারায় গড়ে উঠা বৃহত্তর জনপদকেই জুড়ী অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়।

জুড়ী নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনপদের বিস্তৃর্ণ এলাকা নিয়ে জুড়ী অঞ্চল হলেও মূল জুড়ীর কেন্দ্রটি গড়ে ওঠেছে জায়ফরনগর ও পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়নের সংযোগ স্থল। এখানেই ব্যবসা বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র হিসেবে জুড়ী শহররুপে লাভ করে। জুড়ী শহরটি আবার দুইভাগে বিভক্ত । জুড়ী নদীর পশ্চিমাঞ্চল যা জায়ফরনগর ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত তা কামিনীগঞ্জ নামে পরিচিত এবং জুড়ী নদীর পূর্বাঞ্চল যা পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত তা ভবানীগঞ্জ বাজার নামে পরিচিত।

জুড়ী বাজারের গোড়াপত্তনের অতীত প্রেক্ষাপট খুজে জানা যায় এ দেশে যখন ইংরেজ শাসনামল ছিল,ছিল জমিদারী প্রথা ও নবাবী আমল সে সময়কালে ইংরেজদের আর্শীবাদপুষ্ট ঐ নবাব জমিদাররা কৃষকের জমির খাজনা আদায় করতেন। এক একটি বিশাল এলাকা এক একটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণাগুলোর অধির্শর থাকতেন ঐ নবাব জমিদারগণ।

জুড়ী নদীর পূর্বাঞ্চল ছিল পাথারিয়া পরগণা। ঐ পরগণার জমিদার রাজা রামমোহন রায়ের নিকট আত্নীয় জনৈক ভবানী কুমার রায় খাজনা আদায়ের জন্য যেখানে বসতেন সেটাই প্রথমে বাবুরবাজার পরে ভবানী বাবুর নামানুসারে ভবানীগঞ্জ বাজার হয়ে যায়।

জুড়ী নদীর পশ্চিমাংশ ছিল লংলা পৃথিমপাশার পরগণার অন্তর্ভুক্ত। ঐ পরগণার নবাব আলী আমজদ খানের নির্বাচিত জনৈক কামিনী বাবু যেখানে বসে খাজনা আদায় করতেন সেঠাই কামিনীবাবুর নামানুসারে কামিনীগঞ্জ বাজার হয়ে যায়।

দুই পরগণার জনগণ খাজনা প্রদানের জন্য জুড়ী নদীর দুই পার্শ্বে সমবেত হতেন। সেই লোক সমাগমের কারনেই ধীরে ধীরে দোকানপাঠ বসে এবং কালের পরিক্রমায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে সেই খন্ড খন্ড বাজার গুলিই জুড়ী বাজার বা জুড়ী শহররূপে আবির্ভূত হয়।